তারিখ 24 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

এইচএসসি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি দেয়া হবে

।। রাশেদ আহমেদ ।।

নারী শিক্ষাকে আরো বিস্তারের লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে এ উদ্যোগ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শেখ হাসিনা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন গত মাসে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান আগামী বছর থেকে শুরু করা হতে পারে। ঐ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। প্রক্রিয়াও শুরু হতে যাচ্ছে।

তবে সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করছে অর্থ প্রাপ্তির ওপর। সূত্র জানায়, প্রথম পর্যায়ে স্বল্পসংখ্যক জেলায় দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হতে পারে। পরে আরো বিস্তার ঘটানো হবে। বর্তমানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। তবে উপবৃত্তি প্রদানে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে। ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের বর্তমানে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত উপবৃত্তি দেয়া হয়। এই প্রকল্পগুলো হচ্ছে, ১। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, ২। ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্ট, ৩। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ প্রকল্প (পৌর এলাকার বাইরে), ৪। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫৩টি থানায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটি এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র সাহায্যপুষ্ট। ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্ট আইডিএ'রসাহায্যে পরিচালিত।

এই প্রকল্পের অধীনে ১১৮টি থানার স্কুল ও মাদ্রাসা রয়েছে। এখানে ছাত্রীদের উপবৃত্তি ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ প্রকল্পে সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থে পরিচালিত। পৌর এলাকার বাইরে জেলায় এই প্রকল্প চালু রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প ২৮২টি থানায় চালু রয়েছে। এই প্রকল্পটিও সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থে পরিচালিত।

৪টি প্রকল্পে গেল অর্থবছরে প্রায় ২০৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। তার মধ্যে গত জুন মাস পর্যন্ত অর্থবছর শেষে প্রায় ১৯৮ কোটি ২০ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। এই ৪টি প্রকল্পের বাইরে আরো একটি প্রকল্প চালু রয়েছে যা চলতি বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। ৭টি থানা নিয়ে ১৯৯২ সালে এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ২২ কোটি ৫০ লাখ ৯০ হাজার টাকা। গেল '৯৫-৯৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। খরচ হয়েছে ২ কোটি ২৩ লাখ টাকা। প্রকল্পটি নরওয়েরসাহায্যপুষ্ট।

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে '৯৫-৯৬ অর্থবছরে ৬৪ কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছিল। এর মধ্যে এডিবি সাহায্য ৪৭ কোটি ৪৬ লাখ ৭৭ হাজার টাকা এবং দেশীয় অর্থ রয়েছে ১৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। বছরশেষে খরচ হয়েছে ৫৯ কোটি ৯৭ লাখ ২৯ হাজার টাকা। এডিবি'র টাকা খরচ হয়েছে ৪৪ কোটি ২৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা।

ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্টে বাজেট ধরা হয়েছিল ৪০ কোটি ৯৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এর মধ্যে আইডিএ'র সাহায্য ৩১ কোটি ৭৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং দেশীয় অর্থ ৯ কোটি ২১ লাখ টাকা। বছরশেষে খরচ হয়েছে ৩৮ কোটি ৮৮ লাখ ৪১ হাজার টাকা। আইডিএ'র টাকা খরচ হয়েছে ৩০ কোটি ৭৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ প্রকল্পে বাজেট ধরা হয়েছিল ৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থের এই টাকার মধ্যে বছরশেষে খরচ হয়েছে ৪ কোটি ৪২ লাখ ৯১ হাজার টাকা।' মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পে গেল বছর বরাদ্দ ছিল ৯৫ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থে পরিচালিত এই প্রকল্পে বছরও শেষে খরচ হয়েছে ৯৪ কোটি ৯৩ লাখ ৯২ হাজার টাকা। এই প্রকল্পে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্পে মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানে শর্ত হচ্ছে- ছাত্রীদের পরীক্ষায় প্রতিবিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর পেতে হবে। শতকরা ৭৫ দিন স্কুলে উপস্থিত হতে হবে এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিয়ে করা যাবে না। এই শর্ত ভঙ্গ হলে বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রীরা সরাসরি ব্যাংক থেকে উপবৃত্তির টাকা তুলে থাকে।

উপবৃত্তির হার হচ্ছে, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য বেতন ২৫ টাকা, টিউশন ফি সরকারি স্কুলে ১০ টাকা বেসরকারি স্কুলে ১৫ টাকা প্রতিমাসে।

সপ্তম শ্রেণীতে বেতন বাবদ ৩০ টাকা, টিউশন ফি সরকারি স্কুলে ১২ এবং বেসরকারি স্কুলে ১৫ টাকা।

অষ্টম শ্রেণীতে বেতন ৩৫ টাকা, টিউশন ফি প্রতিমাসে সরকারি স্কুলে ১৫ এবং বেসরকারি স্কুলে ১২ টাকা। নবম ও দশম শ্রেণীতে বেতন বাবদ দেয়া হয় মাসে ৬০ টাকা এবং টিউশন ফি সরকারি স্কুলে ২০ ও বেসরকারি স্কুলে ১৫ টাকা। এছাড়া অতিরিক্ত আরো দেয়া হয় ১৮০ টাকা এবং বই কেনা বাবদ ২৫০ টাকা ও এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ আরো ২৫০ টাকা।